জুলাই

-মারুফা আক্তার মুক্তা

সন্ধ্যা নামবে নামবে করছে, আকাশটাও বেশ গম্ভীর আজ। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। পাশের তিনতলা বাড়িটার ছাদের বাড়তি রডটায় রোজকার মতো বসে থাকা কাকটা আজকেও স্থির হয়ে বসে আছে একদৃষ্টে। ফ্ল্যাট গুলোতে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। রাস্তার ধারের ময়লার স্তূপটার গাঁ-ঘেঁষে দাঁড়ানো ভাঙাচোরা টং দোকানটায় বসে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন। ডান হাতে একটা স্টিলের ঘড়ি, বেশ পুরনো মডেল, মাঝে মাঝে একটু ছোপ ছোপ জং ধরেছে। পায়ে চামড়ার আধমরা একজোড়া জুতো, কাঁচাপাকা চুলগুলো সিঁথি কেটে আচড়ানো। পাশের গলিটায় সবজি ওয়ালা সুর করে ডাকছে।

রাস্তার পূর্বদিকের রংহীন, শ্যাওলা ধরা, ফ্যাকাশে বাড়িটার, দোতলার তিন নম্বর মরচে পড়া জানালায় কপাল ঠেকিয়ে এসব দৃশ্য দেখছে বছর বাইশ-তেইশের এক যুবক। শ্যামবর্ণ, টিকালো নাক, লম্বাটে মুখের গড়নে অনেকটা স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব। অন্ধকার নেমে এসেছে, আস্তে জানালা বন্ধ করে দিলো ও। অন্ধকার ঘর, সুইচ বোর্ডের লাল আলোটা জ্বলছে শুধু, ধুলোজমা রংচটা ফ্যানটা ঘুরছে শা শা শব্দে। বিছানায় শুয়ে ময়লা ওয়াড়ের বালিশটা মাথায় গুঁজে দিয়ে ফ্যানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিয়াজ। মাথার ভিতর জটিল সব ধাঁধার খেলা চলছে ওর। অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও, সেমিস্টার ফাইনালের দেরি নেই বেশি। এদিকে মাথায় একরাশ চিন্তার বোঝা নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। আম্মা সকালে ফোন করেছিলেন, ধরেনি নিয়াজ। সেই একই কথা! বাবার ওষুধ নেই, চাল নেই, বাজার হয়নি! এদিকে টিউশনির টাকাও দিয়েছে অর্ধেক। মেস খরচ, দুটো চাকরির বই কিনে বেঁচেছে মাত্র ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা। মাকে কি বলবে? কিভাবে টাকা দিবে? এসব ভেবে ভেবে সারা দিনটাই কেটেছে আজ। এবার যেভাবে হোক একটা চাকরি ওকে জোটাতেই হবে, এই ভেবে বাতিটা জ্বালিয়ে ঘুণে ধরা নড়বড়ে চেয়ারটা টেনে পড়ায় মনোযোগ দিলো। কিন্তু ফোনের নোটিফিকেশনের শব্দে ফেসবুকে ঢুকতেই গা গরম করা কিছু নিউজ চোখে পড়লো। কোটা পুনর্বহাল হয়েছে আবার!

১০ জুলাই, বিকেল ৪ টা। নিয়াজ আন্দোলন থেকে ফিরেছে, ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলো। ওর রুমমেট নোমান জোরে জোরে পড়ছে, ক্লাস টপার, সারাদিন বইপত্র নিয়েই কাটে ছেলেটার। অন্য কোনো বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। বরং নিয়াজের আন্দোলনে সরব থাকা নিয়ে বেশ বিরক্ত। নিষেধও করেছে বেশ কয়েকবার নিয়াজকে। এর পেছনে কারণও রয়েছে, শরিফের দাদা মুক্তিযোদ্ধা, বাবা এলাকায় আওয়ামী লীগের সভাপতি। ওর এসবে বিরক্তি থাকাই স্বাভাবিক। যদিও শরিফের রাজনীতি একেবারেই অপছন্দ।

নিয়াজ ওর কথায় পাত্তা দেয়নি। আন্দোলনের শুরু থেকেই ক্যাম্পাসে যায়নি নোমান, সারাদিন রুমে বইয়ে ডুবে আছে।

১২ জুলাই, সকাল ১০.৩০। নোমান ব্যাগ গোছাচ্ছে, বাড়ি চলে যাবে আজ। এখানে পড়াশোনায় মন বসছে না ওর। নিয়াজ রেডি হচ্ছিলো আন্দোলনে যাবে, সবাই জড়ো হয়েছে ভার্সিটির সামনে। নোমানকে দেখে শুধু বললো, যাচ্ছিস তবে? নোমান মাথা নাড়ালো শুধু।

রাত ১০ টায় রুমে ফিরে নিয়াজ না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। বাসায় আজকেও কথা হয়নি, পরশু হয়েছিলো, আব্বা বাড়ি যেতে বলেছে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে আন্দোলন ছেড়ে নড়বে না। নিয়াজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবার এই কোটার শেষ দেখার জিদ চেপেছে ওর ঘাড়ে!

পরদিন সকালে আবার বেরুলো ও। আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে সবাই ভার্সিটির সামনে। জেবিন আপু, তামি, মামুন, রাকিব ভাই ও সায়মা আপু সবাই আসছে। ওই যে! আজকে স্কুল কলেজ থেকেও ছেলেমেয়েরা এসেছে। নিয়াজ ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো!

১৪ জুলাই, রবিবার। সারাদেশ আজ উত্তাল, শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। সেই কুখ্যাত বক্তব্য হলো "মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নাতি-পুতিরা কেউ মেধাবী না, যত রাজাকারের বাচ্চারা, নাতি-পুতিরা মেধাবী।"

দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ, সাধারণ মানুষের চাপা ক্ষোভ যেন উগড়ে পড়তে শুরু করলো এই বক্তব্যের জেরে। "আমি কে? তুমি কে? রাজাকার, রাজাকার" স্লোগানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ঢল নামলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলো থেকে! নিয়াজ আঁচ করতে পারলো পরিস্থিতির মোড় ঘুরে গেছে।

১৫ জুলাই, সোমবার। রোজকার মতো আজো ক্যাম্পাসে গেলো নিয়াজ। তবে বুঝতে পারলো ক্যাম্পাসের আবহাওয়া ঠিক নেই। আন্দোলনকারীরা আসতে শুরু করেছে। এদিকে খানিক বাদেই পুলিশ ঘিরে রইলো পুরো ক্যাম্পাস, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়েছে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে, কারো হাতে রামদা, কারো হাতে পিস্তল, ওরা প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। নিয়াজরা এতো দিন আন্দোলন করে আসছিলো শান্তিপূর্ণভাবেই। তবে আজ নিরাপত্তার স্বার্থে সবাই পাথর, লাঠির বদলে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে হাতে রাখলো। একটুপরেই শুরু হলো সংঘর্ষ! পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, ছাত্রলীগের এলোপাথাড়ি মারধরে নিয়াজরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। নিয়াজের পায়ে জখম হয়েছে, ঠিকমতো হাঁটতে পারছেনা, রক্ত পড়ছে অঝোরে। কোনোমতে হেঁটে একটা ঝুপড়ি দোকানের আড়ালে বসে পড়লো। পা নড়াতে কষ্ট হচ্ছিলো বেশ! একে একে রিয়াদ ভাই, রাকিব ভাই এসে সেখানে বসে পড়লো। দুজনের অবস্থাই বিধ্বস্ত, মার খেয়েছে দুজনেই। নিয়াজের পায়ের দিকে চোখ পড়তেই রাকিব ভাই বললেন, "উঠতে পারবি? নাকি ধরে উঠাতে হবে?" নিয়াজ মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালো, ও পারবে, উঠে দাঁড়াতেই হবে ওকে। আজ অনেক রাতে রুমে ফিরেছে নিয়াজ। ব্যাথায় জ্বর এসেছে, ডান পায়ে হয়েছে জখমটা, খুঁড়িয়ে হাঁটতে যা কষ্ট হচ্ছে! নিয়াজ জখমটায় একটা কাপড় পেঁচিয়ে ওই পায়েই রুমের ভেতরেই হাঁটার চেষ্টা করতে লাগলো, এভাবে হাঁটলে চলবে না। কাল আবার ওকে যেতে হবে লড়াইয়ে। হ্যাঁ, ও এই আন্দোলনকে লড়াই হিসেবেই নিয়েছে, হয় মরবো, শরীরের শেষ রক্তকণা পর্যন্ত লড়াই করবো ন্যায়ের পক্ষে।

ক্লান্তিতে, ক্ষুধায়, জ্বরে ঠিকমতো ঘুম আসছিলো না নিয়াজের। ফেসবুকে ঢুকতেই দেখলো সারাদেশে পুলিশ-ছাত্রলীগের অমানবিক লাঠিচার্জের নিউজ। সারাদেশে আহতের সংখ্যাও কম নয়! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসব দেখে ওর ক্লান্তি, ব্যাথা যেনো মূহুর্তে উবে গেলো, শরীরের রক্তগুলো ফুটতে শুরু করেছে, মাথা গরম হয়ে আসছে। ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ে জীবন দিতেও কুণ্ঠা করবে না, নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করলো নিয়াজ।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার। নিয়াজের ঘুম ভেঙ্গেছে ফজরের সময়। নামাজ পড়তে মসজিদে গিয়ে দেখলো মসজিদ প্রায় ফাঁকা। নামাজ পড়ে মেসে ফিরলো ও। মেসে কেউ নেই তেমন। বেশিরভাগ রুমেই তালা লাগানো। দু একজন আছে এখনো, তাদের মধ্যে নিয়াজ একজন। নেহাল, হাসনাইন ও তপু ভাই আছে এখনো। মেস মালিক কালকেই বলে গেছেন বাসায় চলে যেতে। মেস বন্ধ রাখবেন তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত। সবাই প্রায় চলে গেলেও ওরা চারজন যাবেনা বলে দিয়েছে।

নিয়াজের ব্যাথা সারেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চললো আজকেও আন্দোলনে। খোঁড়া পা নিয়েই মিশে গেলো ভীড়ে। সবাই স্লোগান দিচ্ছিলো, এমন সময় শুরু হলো সংঘর্ষ। পুলিশ, ছাত্রলীগের এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জের সাথে রাবার বুলেটের বর্ষণ। নিয়াজ বেশ কয়েকটা পাথর ছুড়েছে, পা টা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে হাঁটতে, তবু পিছু হটছে না। রাবার বুলেটে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর। পায়ে আবার আঘাত পেয়েছে দৌড়াতে গিয়ে। চারদিকের ইট-পাটকেল, রাবার বুলেটের বৃষ্টি ঝরছে যেন! তার উপর কাঁদানে গ্যাস। নিয়াজ চোখ চেপে ধরে রাস্তার ডিভাইডারেই বসে পড়লো, এদিকে শতসহস্র রাবার বুলেটে ওর পিঠ যেনো ছিদ্র করে দিচ্ছিলো। এমন সময় কেউ একজন ওর চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো, চোখ ধুয়ে একটুখানি খুলতেই দেখলো সামনে পানির বোতল হাতে শরিফ দাঁড়িয়ে! নিয়াজ অকস্মাৎ বলে উঠলো, "তুই? তুই এখানে!" নোমান মুচকি হেসে মাথা নাড়ালো। তারপর পাথর ছুঁড়তে লাগলো পুলিশ, ছাত্রলীগের দিকে! নিয়াজ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না! নোমান আন্দোলনে! তাও আবার ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে!

নিয়াজ ডিভাইডারের দেবদারু গাছকে আঁকড়ে ধরে উড়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো, ভার্সিটির ১ নম্বর গেটের ঠিক সামনে পুলিশের মুখোমুখি অজস্র রাবার বুলেটের সামনে কালো টি-শার্ট পড়া এক যুবক দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। রাবার বুলেটের শত আঘাতেও অসীম সাহসের সাথে এক হাতে লাঠি মুঠো করে সকল অন্যায়, জুলুম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন দাঁড়িয়ে আছে এক বিদ্রোহী! এক বিপ্লবী!

ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে নিয়াজের, কিন্তু দূর থেকে বুঝতে পারছে চোখের জন্য। কয়েকটা পাথর হাতে আবার পাথর ছুঁড়তে শুরু করলো নিয়াজ। হঠাৎ কালো টি-শার্ট পড়া ছেলেটা ব্যাথায় যেন কুঁকড়ে উঠলো, খানিক বাদে আবার গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ালো পুলিশের রাইফেলের সামনে! যেন ও বিরাট চিৎকারে বলতে চাইছে, "বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর"। গুলির শব্দ! ছেলেটি আর দাঁড়িয়ে নেই, বুক চেপে ধরে বসে পড়েছে, রক্ত ঝরছে! নিয়াজের বুক কেঁপে উঠলো, গুলি লেগেছে ছেলেটার! কে একজন পাশ থেকে চিৎকার করে উঠলো সাঈদের গুলি লেগেছে! কে? আবু সাঈদ? আবু সাঈদের গুলি লেগেছে? শব্দগুলো নিয়াজের কাছে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো যেন! ও পা হেঁচড়ে যতটা সম্ভব সাঈদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু হঠাৎ মাথার পিছনে একটা লাঠির আঘাত পড়লো! তারপর, তারপর সব অন্ধকার। নিয়াজের জ্ঞান ফিরলো হাসপাতালে। ওর মাথার পাশেই বসে ছিলো নোমান। নিয়াজ ওকে আবু সাঈদের কথা জিজ্ঞেস করলো। নোমান জানালো সাঈদ নেই! সাঈদ মারা গেছে!

আবু সাঈদের মৃত্যুর সাথে সাথে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে ভীষণরূপে, যেন বুলেট আবু সাঈদের বুক ভেদ করেনি, করেছে সমগ্র বাংলাদেশের বুকে।

নিয়াজের ডান পা'টা প্রায় অচল হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি করার শক্তি নেই ওটাতে আর। ডাক্তার বলেছে, ঠিকমতো চিকিৎসা পেলে সারবে, তবে সময় লাগবে। আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে ১৬ তারিখের পর থেকে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি রাজপথে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন শিক্ষক, রিকশাচালক থেকে শুরু করে সকল ধর্ম, মতাদর্শের মানুষ এবং সর্বস্তরের জনতা। শামিল হয়েছে বছরখানেকের শিশু মায়ের কাঁধে চেপে। সারাদেশে নির্বিচারে হত্যা, গুম-খুন চলেছে নির্বিচারে। আন্দোলন থেমে যায়নি তবুও, দিনদিন জোরদার হয়েছে আরো। এই কোটা আন্দোলন পরিণত হয়েছে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। তাজা তাজা রক্ত, হাজার হাজার লাশের ভীড়ে কেঁদে উঠেছে পুরো বিশ্ব। আবু সাঈদের মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত্যুর ভয় যেনো কর্পূরের মতো উবে গেছে এদেশের প্রতিটি মানুষের মন থেকে! সবাই নেমে এসেছে রাজপথে।

নিয়াজ হাসপাতাল থেকে ফেরার পর আর আন্দোলনে যেতে পারেনি। নোমান গিয়েছে রোজই, অনেক রাতে রুমে ফিরতো। সারাদিনে কি কি হয়েছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর কাছে শুনতো নিয়াজ। এতোদিন ফেসবুকে খোঁজ-খবর রাখলেও ১৮ তারিখে ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার পর নিয়াজ পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো আন্দোলন থেকে। ডাক্তার বলেছিলো আবার যেতে পায়ের ট্রিটমেন্টের জন্য। নিয়াজের যাওয়া হয়নি। ডান পা এখন পুরোপুরি অচল। কোথা থেকে একটা স্ট্রেচার জোগাড় করে এনেছে। নোমান প্রতিদিন সকালে ধরে ধরে স্ট্রেচারে হাঁটার অভ্যাস করায় ওকে। নিয়াজের প্রচন্ড কষ্টে কান্না আসে মাঝে মাঝে, পা হারানোর কষ্টের থেকে আন্দোলনে যেতে না পারার কষ্ট ওকে পীড়া দেয় বেশি। জানালার ধারে বসে যেটুকু চোখ রাখা যায়, রাখে সে। মনটাকে স্বান্তনা দেয় এভাবে।প্রতিদিন এতো এতো হত্যার খবরে নিয়াজ ঘুমাতে পারেনা। চোখ বুজলেই ওর কানে বাজে গুলির শব্দ, ভেসে আসে আবু সাঈদের মায়ের আর্তনাদ,"হামার ব্যাটাক মারলু ক্যানে?"

৪ আগস্ট, রবিবার। নিয়াজ স্ট্রেচারে ভর করে একপ্রকার জিদ ধরেই নোমানের সাথে আন্দোলনে এসেছে আজ। নোমান ওকে আনতে চায়নি এই অবস্থায়, কিন্তু ওর জেদের সাথে পারেনি। আজকেও আন্দোলনে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যে যেদিকে পারছে ছুটছে, গুলির আওয়াজে দিশেহারা সবাই। নিয়াজের দৌড়ানোর শক্তি নেই, স্ট্রেচারে ভর করে যতটা সম্ভব হাঁটছে সে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নোমানকে খুঁজছে, কোথাও নেই শরিফ! এমন সময় ওর ক্লাসেরই দুজন ছেলে নাঈম আর মাসুম কোথা থেকে এসে অনেকটা পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ওরা সবাই। বাড়ির মালিকের সাথে পুলিশের কথা কাটাকাটি হচ্ছে। পুলিশ বাড়ির ভেতরে ঢুকবে ছাত্রদের ধরার জন্য, কিন্তু বাড়ির মালিক ঢুকতে দিচ্ছে না। রাতটা ওখানেই কাটলো নিয়াজদের।

৫ ই আগস্ট, সোমবার। ভোরের আধো-অন্ধকারে নাঈম আর মাসুম নিয়াজকে ওর মেসে রেখে গেছে। রুমে ফিরে নোমানকে দেখতে পেলোনা নিয়াজ। নোমানের জন্য কাল থেকেই বড্ড চিন্তা হচ্ছিলো। সকাল ৭ টার মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে নোমান ছুটে এলো। এসেই নিয়াজকে জিজ্ঞেস করলো, নিয়াজ ঠিক আছে কিনা? কাল কোথায় ছিলো? বেলা ১০ টায় নিয়াজ, নোমান দুজনে বেরিয়ে পড়লো। আজ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের "লং মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। নোমান ঠিক করেছে ঢাকায় যাবে সে, অনেকে যাবে আরো নাঈম, মাসুম, তামি, মামুন এরাও যাবে। নিয়াজের বলতে ইচ্ছে করছিলো ওকেও সাথে নিতে, ওদের বোঝা হবে ভেবে আর বললো না।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঢাকার রাজপথে মানুষের জমায়েত বাড়তে থাকে।

স্বৈরাচারের পতনের এক দফা দাবিতে সোচ্চার হয়ে স্লোগান দিতে দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকামুখে ছুটতে থাকে মানুষজন। মানুষের এই ঢলেও পুলিশি নির্যাতন, ছাত্রলীগের বর্বরোচিত হামলা থামেনি, নির্বিচারে গুলি চলে অনেক স্থানে, শহীদের খাতায় যুক্ত হয় আরো অনেক তাজা প্রাণ।

নিয়াজ বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে, বারবার ফোনের দিকে তাকাচ্ছে, অপেক্ষা করছে নোমানের ফোনকলের, নোমান ওকে পরিস্থিতি জানাতে চেয়েছে, দু'ঘন্টা হয়ে গেলো এখনো কোনো খোঁজ নেই ছেলেটার।

নিয়াজ ওর অবশ পা'টার দিকে তাকিয়ে আছে, এই পা দিয়ে আর হাঁটতে পারবে না সে!

ঠিক তখনই নোমানের কল এলো, কলটা ধরতেই ওপাশ থেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে নোমান বলতে লাগলো, "শুনেছিস নিয়াজ, স্বৈরাচার পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে!" গুলির শব্দ তখনও

চলছে, বিজোয়াল্লাসের শব্দ, গুলির শব্দ একাকার হয়ে গেছে যেনো। নিয়াজ ধীরে ধীরে দেয়াল ধরে উঠে জানালার ধারে এসে দাড়ালো, ঝাপসা চোখদুটো জানালার বাইরে রাখলো সে। আজকের আকাশটা অদ্ভুত সাদা মেঘে ছেয়ে আছে, প্রগাঢ় প্রশান্তি অনুভব করছে নিয়াজ। একটা সাদা কবুতর ডানা মেলে এদিক থেকে ওদিকে উড়ছে সানন্দে! আকাশের দিকে তাকিয়ে ডান পা'টায় অদ্ভুত শক্তিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে নিয়াজ!

মারুফা আক্তার মুক্তা, বাংলা বিভাগ, ১৬ তম আবর্তন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।